Notice-2012- 39

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(ক্রীড়া -২ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৮০.৩২.০০৩.১২- ৩১

তারিখঃ ৩০ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

সভার নোটিশ

"বেসরকারী ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা, ২০১৬"এর খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৯/০২/২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (ভবন নং-০৭, কক্ষ নং-৫০২, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

০২। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সংযুক্ত খসড়া নীতিমালার ওপর মন্তব্য (যদি থাকে)সহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
(মোরশেদা আখ্‌তার)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬১।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) (সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ অনুরোধসহ) ঃ-

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ জনাব নুসরাত জাবীন বানু, উপসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)।
০৮। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
১৫। যুগ্মসচিব (সকল), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।
১৭। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, ঢাকা।
১৮। উপ-সচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ৩৪.০০.০০০০.০৮০.৩২.০০৩.১২- ৩১

তারিখ ঃ ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ঃ-

০১। উপসচিব, (নিরাপত্তা-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তিটি গেট পাশ হিসেবে ব্যবহারের অনুরোধসহ)
০২। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ শাখা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(সভায় আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৩। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(নোটিশটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১২/০২/২০১৭
(মোরশেদা আখ্‌তার)
সহকারী সচিব।

বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা-২০১৬।

০১। **পটভূমি** ঃ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দ্যেশেই জাতীয় ক্রীড়া নীতি প্রণীত হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা, শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়ার পরিবেশ উন্নত করা, খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্যের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করা জাতীয় ক্রীড়া নীতির উদ্দেশ্য।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও শিশু-কিশোরদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত এবং শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও তদারকির উদ্দেশ্যে "বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নীতিমালা-২০১৬" প্রণয়ন করা হলো।

০২। **সংজ্ঞা ঃ**

বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে ক্রীড়া শিক্ষা বিকাশের জন্য বেসরকারি কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠি, দাতব্য ট্রাষ্ট/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারের অনুমতিক্রমে স্থাপিত ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

০৩। **উদ্দেশ্য ঃ**

৩.১ ক্রীড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;

৩.২ ক্রীড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৩.৩ সকল ক্রীড়াঙ্গনে/প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৩.৪ দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ রাখা;

৩.৫ আর্ন্তজাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরীতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে প্রসারিত করা।

০৪. **বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা ঃ**

এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশের যে কোন স্থানে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কতিপয় শর্তাধীনে ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা যাবে।

৪.১ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রয়কৃত/হস্তান্তরকৃত ন্যূনপক্ষে ১০একর ভূমিতে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে;

৪.২ পরিবেশ, নিরাপত্তা, জনস্বার্থ বা অন্য কোন বিষয় বিবেচনাক্রমে যে কোন স্থানে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না মর্মে সরকার ঘোষণা করতে পারবেন;

৪.৩ কোন বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরূপ নামে স্থাপন করা যাবে না যে নামে ইতোপূর্বে অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির নামে নামকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত বিদ্যালয়ের নামকরণের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

৪.৪ ব্যক্তি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল যোগ্য শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য এ প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত থাকবে;

৪.৫ খেলাধুলা ও পাঠদানের নিমিত্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষ, কমন রুম, খেলার মাঠ, জিমন্যাসিয়াম ও খেলাধুলার সামগ্রী থাকতে হবে। আবাসিক ভবনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ, প্রতিষ্ঠান চালু হবার ৫ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে;

৪.৬ শুরুতেই ন্যূনপক্ষে ৩টি ইভেন্টের বিভাগ চালু করতে হবে। পরবর্তীতে নতুন ইভেন্ট চালু করার ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে;

৪.৭ প্রস্তাবিত ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিকেএসপি'র অনুরূপ নিবিড় কারিকুলাম অনুযায়ী ক্রীড়া পাঠদান করতে হবে;

৪.৮ পাঠদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাঠদানের স্বীকৃতি ও একাডেমিক অনুমোদন গ্রহণসহ যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

৪.৯ খেলাধুলা বিষয়ে সরকারের সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে;

৪.১০ শিক্ষার্থী ফি ধার্য করার ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

৪.১১ সরকার/এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবেন; কোন কারণে বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা দেখা দিলে কিংবা স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দিতে পারবেন এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

৪.১২ প্রতিষ্ঠানের নামে ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রাখতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান ও **পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সচিব** এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে;

৪.১৩ প্রস্তাবিত ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

০৫। **পরিচালনা পরিষদ ঃ**

প্রস্তাবিত ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সভাপতি **ও সদস্য সচিবসহ** অনধিক ১৫ কিন্তু ন্যূনতম ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে। স্থানীয় জেলা প্রশাসক, বিকেএসপি, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন করে প্রতিনিধি পদাধিকার বলে উক্ত পরিচালনা পরিষদের সদস্য থাকবেন।

০৬। **সাময়িক অনুমতি ঃ**

২নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী মেনে চলার বিষয়ে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, পরিচালনা পর্ষদ গঠন এবং ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয়কৃত/বায়নাকৃত জমির দলিলপত্র ইত্যাদিসহ দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনায় সরকার ৫ বছর মেয়াদী সাময়িক অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করবেন, যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নবায়ন করতে হবে। একাডেমিক স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

যাবতীয় শর্তাবলী বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি হলে সরকার স্থায়ী অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। অন্যদিকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সাময়িকভাবে প্রদত্ত অনুমতি সরকার প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।

০৭। **সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ঃ**

Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions(revised upto December 2014 এর আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেশন পদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে বিকেএসপি'র নিয়মানুসারে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক এর বেলায় সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ হবে স্ব স্ব এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বে হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।